

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

"Bangladesh Bank-Authorized Dealers' Forum" এর ৩১তম সভার রেকর্ড নোটস।

"বাংলাদেশ ব্যাংক-অনুমোদিত ডিলারস ফোরাম" এর ৩১তম সভা ১৮/১০/২০২২ তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় ফোরামের আহবায়ক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের ৫ম তলাস্থ জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ফোরামের সদস্য ও প্রতিনিধিদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"তে দেখানো হ'ল।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে নতুন যোগদানকারীদের পরিচিতি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে বিগত ৩০ তম সভার রেকর্ডনোটস উপস্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত হয়। অতঃপর বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলোর পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করা হয়। এ পর্যায়ে ৩০তম সভা হতে ৩১তম সভা পর্যন্ত সময়কালে জারিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রদান/স্পষ্টীকরণ করা হয়। অতঃপর উত্থাপিত বিষয়ে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
০১.	২০২১ সালে ইস্যুকৃত ইএক্সপি ফরম অদ্যাবধি অব্যবহৃত থাকা প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রংকাঃ।	এফইওডি'র পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয় যে, বিভিন্ন ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক EXP Form Non- Reported অবস্থায় রয়েছে। গত ০১/০১/২০২১ তারিখ হতে ৩১/১২/২০২১ তারিখ সময়কালে ইস্যুকৃত সর্বমোট ২১,৬০,১৫৩ টি ইএক্সপি ফরমের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাংকের ৭,২০১ সংখ্যক ইএক্সপি অদ্যাবধি (০৬/০৯/২০২২ তারিখ) অব্যবহৃত রয়েছে। এ ইএক্সপিগুলোর বিপরীতে রপ্তানির ঘোষণা প্রদানের তথ্য পাওয়া গেলেও এদের বিপরীতে বিল অব এক্সপোর্ট, জাহাজীকরণ তথ্য (ডুপ্লিকেট) কিংবা রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনের তথ্য (ট্রিপ্লিকেট) সিস্টেমে রিপোর্ট করা হয় নি। এক্ষেত্রে, ব্যাংকগুলোর করণীয় প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য এফইওডি'র পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। এফইওডি'র প্রতিনিয়ত নির্দেশনার প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে মর্মে উপস্থিত ব্যাংকের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বলা হয়। বর্তমান অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী রপ্তানির পূর্বে ইএক্সপি ইস্যু কার্যক্রম চালু রাখার জন্য রপ্তানিকারকদেরকে সচেতন থাকার জন্য বলা হচ্ছে। এতদপ্রেক্ষিতে চলমান রপ্তানিতে এ জাতীয় ঘটনা কম মর্মে উপস্থিত প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বলা হয়। রপ্তানি বাণিজ্যের গুরুত্ব স্ববিস্তারে তুলে ধরে রপ্তানিকারকদেরকে সচেতন করা এবং অব্যবহৃত ইএক্সপি নিষ্পত্তির বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক
০২.	ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠানের রপ্তানির বিপরীতে যথাসময়ে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসন প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রংকাঃ।	ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠান হতে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রপ্তানি সম্পাদিত হয়ে থাকে, কিন্তু রপ্তানির বিপরীতে যথাসময়ে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের গাফিলতি পরিলক্ষিত হচ্ছে মর্মে সভাকে এফইওডি'র পক্ষ থেকে বলা হয়। সকল ক্ষেত্রে শিপমেন্ট পরবর্তী ১২০ দিনের মধ্যে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও অপ্রত্যাবাসনের তালিকায় ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের আধিক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ বিষয়ে তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য	সকল ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
			এফইওডি'র পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। সভায় উপস্থিতিদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসন তদারকির চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইপিজেডস্টু টাইপ-এ প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসন কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। বর্তমানে সকল রপ্তানি কার্যক্রমের জন্য একই ব্যবস্থা অনুসৃত থাকার প্রেক্ষাপটে টাইপ-এ প্রতিষ্ঠানগুলোর রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনে জোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভাপতি সকলকে আহ্বান জানান।	
০৩.	জুলাই'২০২২ হতে এডি ব্যাংকসমূহের আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রধানগণের সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহের পরিপালন প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রংকাঃ।	এডি ব্যাংকগুলোর সাথে অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে Overdue বিল অব এন্ট্রির পরিমাণ কমিয়ে আনা এবং সকল Overdue Accepted Bill নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া, এলসির তথ্য সঠিকভাবে রিপোর্ট করা এবং ভুল রিপোর্টিং পরিহার করার জন্য নিবিড়ভাবে মনিটরিংয়ের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের বিষয়টিতে সভায় পুনরায় সকলের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এফইওডি'র পক্ষ থেকে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। সভায় উপস্থিত ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বিষয়টি চলমান প্রক্রিয়া। কোনরূপ ব্যত্যয় ব্যতিরেকে নিবিড় মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে সভাপতি সকলকে দৃশ্যমান অগ্রগতি আনয়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।	সকল ব্যাংক
০৪.	৯০ দিনের বেশি ডকুমেন্টসবিহীন রেমিটেন্স ফেরত পাঠানো প্রসঙ্গে।	ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ	নন ওয়েজ রেমিটেন্স ক্রেডিট করার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে রেমিটেন্স পারপাস এবং ট্যাক্স নির্ধারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি বেনিফিসিয়ারির নিকট হতে সংগ্রহ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণত রেমিটেন্স আসার সাথে সাথে বেনিফিসিয়ারীকে এসএমএস/ইমেইলে যোগাযোগ/চিঠি পাঠানো হয়ে থাকে। এমনকি ফোন করে হলেও প্রয়োজনীয় দলিলাদি সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়। এরপরও কোন কোন গ্রাহক দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও দলিলাদি জমা দিতে ব্যর্থ হয়। যার কারণে এসব রেমিটেন্স অদাবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো যাতে বেনিফিশিয়ারির অনুমোদন ব্যতীত অদাবিকৃত রেমিটেন্সগুলো ফেরত পাঠাতে পারে সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের জন্য ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ এর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। সভায় অংশ নিয়ে এফইপিডি'র পক্ষ থেকে বলা হয় যে, সেবাখাতের আয় ১০,০০০ ইউএস ডলার পর্যন্ত ইনওয়ার্ড রেমিটেন্সের জন্য ফরম-সি এর আবশ্যকতা নেই। এক্ষেত্রে সুইফট বার্তার ভাষ্য ও প্রাসংগিক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রযোজ্য করাদি কর্তন করে ব্যাংক উক্ত অর্থ নগদায়ন করবে। নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে ফরম-সি তে ঘোষণা গ্রহণ করে ব্যাংক নগদায়নের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু প্রাধিকারভুক্ত নয় এমন ইনওয়ার্ড রেমিটেন্সের (উদাহরন স্বরূপ বৈদেশিক উৎসের মেয়াদি ঋণ, অনুদান, প্রভৃতি) ক্ষেত্রে উপযুক্ত অনুমোদন সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রবিশ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে গ্রাহককে সচেতন করা ব্যাংকের দায়িত্ব। প্রাধিকারভুক্ত লেনদেন নয় এমন লেনদেনের বিপরীতে ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স পাওয়ার পূর্বেই প্রযোজ্য অনুমোদন রয়েছে কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
০৫.	এমএফএস এর মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সার রেমিটেন্সের সার্টিফিকেট প্রদান প্রসঙ্গে।	ব্র্যাক ব্যাংক	ব্র্যাক ব্যাংকের পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয় যে, বিদ্যমান ব্যবস্থায় এমএফএস এর মাধ্যমে আইটিখাতের আয় প্রত্যাভাসনের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাংক শাখা ফান্ড ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রকৃত বেনিফিশিয়ারি এবং লেনদেনের তথ্য এমএফএস এর নিকট থাকে বিধায় এডি ব্যাংক এর পক্ষে এসব লেনদেনের এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা সম্ভব হয় না। এমএফএস এর মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং রেমিটেন্স আনয়নের ক্ষেত্রে এমএফএস কর্তৃক এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করতে পারবে মর্মে নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডি'র পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, এমএফএস এর মাধ্যমে আইটি খাতের আয় প্রত্যাভাসনের সুবিধা এফই সার্কুলার নং ৬/২০২১ এ প্রদান করা হয়। আইটি খাতের আয়ের ওপর ফ্রিল্যান্সারেরা নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবেন। বিদ্যমান ব্যবস্থায় নগদ সহায়তার আবেদনপত্রের সাথে এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। পাশাপাশি নগদ সহায়তার আবেদনপত্র ব্যাংক শাখায় দাখিল করার নির্দেশনা রয়েছে। এমএফএস এর আওতায় নগদ সহায়তা পরিশোধের বিষয়ে সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেটসহ আবেদনপত্র দাখিল পদ্ধতি নির্ধারণ করা যেতে পারে। পাশাপাশি এমএফএস এর মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রত্যাভাসনের বিষয়ে অংশীজনদের নিয়ে একটি সভা আয়োজন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে (উক্ত সভা ২৫ অক্টোবর ২০২২ইং তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে)।	-
০৬.	বেসরকারি খাতে পরিচালিত বাংলাদেশি মালিকানাধীন শিপিং কোম্পানী সমূহের নামে বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব খোলা ও পরিচালনা প্রসঙ্গে।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ	GFET-2018, Vol-I, Chapter-13 এর Para-33 এ Foreign Currency accounts of Shipping Companies, Airlines and Freight Forwarders সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনাসহ উক্ত হিসাবে Eligible Credit এবং Eligible Debit transactions এর তালিকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বেসরকারি খাতে পরিচালিত বাংলাদেশি মালিকানাধীন শিপিং কোম্পানীগুলো যারা নিজেরাই বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের মালিক এবং নিজেরা তা পরিচালনা করছেন অথবা বিদেশি কোম্পানিকে ভাড়া বা লিজ দিচ্ছেন তারা ভাড়া বা লিজ বাবদ অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ করছেন। এ সকল কোম্পানি উক্ত জাহাজ পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচাদি বাংলাদেশ থেকেই বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে চাচ্ছেন, এরূপ বাংলাদেশি মালিকানাধীন শিপিং কোম্পানীর নামে উল্লেখিত ধারার আওতায় বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খোলা যাবে কিনা এবং বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদেয় সংশ্লিষ্ট খরচাদি উক্ত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব হতে প্রদান করা যাবে কিনা তা স্পষ্টীকরণের জন্য আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডি'র পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বিদ্যমান ব্যবস্থায় সকল ধরনের পরিবহন সংস্থা বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব পরিচালনা করতে পারে। আলোচ্য হিসাবে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত বৈদেশিক আয় জমা এবং বৈদেশিক মুদ্রার দায় পরিশোধ করা যায়। এদেশীয় মালিকানাধীন পরিবহন সংস্থার বৈদেশিক পরিবহন থেকে অর্জিত আয় স্থানীয় মুদ্রায় নগদায়ন হয়ে থাকে। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব পরিচালনার বিষয়ে ব্যাংকের মাধ্যমে আবেদন পাওয়া গেলে বাংলাদেশ ব্যাংক তা বিবেচনা করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
০৭.	e-refinance System of Bangladesh Bank এর রিপোর্ট অপশনে Exporter Outstanding Report এ Total Outstanding EDF এর পাশাপাশি Sanctioned বা Awaiting for Disbursement নামীয় একটি কলাম সংযোজন প্রসঙ্গে।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ	স্বীকৃত এ্যাসোসিয়েশনগুলোর সদস্যভুক্ত রপ্তানিকারকেরা একাধিক ব্যাংক থেকে ইডিএফ সুবিধার আওতায় এলসি খুলে বাংলাদেশ ব্যাংকে ইডিএফ এর জন্য আবেদন করে থাকে। প্রতিটি রপ্তানিকারকের তার এ্যাসোসিয়েশন মেম্বারশীপ অনুযায়ী একটি ইডিএফ লিমিট থাকে কিন্তুকিছু কিছু রপ্তানিকারক একাধিক ব্যাংকের মাধ্যমে উক্ত সুবিধার আওতায় এলসি খুলে থাকে বিধায় একটি একক ব্যাংকের পক্ষে অন্য সকল ব্যাংক মিলে মোট কি পরিমাণ ইডিএফ এর আবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অপেক্ষমান আছে তা জানা সম্ভব হয় না। তাই বাংলাদেশ ব্যাংক e-refinance System এর রিপোর্ট অপশনে Exporter Outstanding Report এর আওতায় Total Outstanding EDF এর পাশাপাশি Sanctioned বা Awaiting for Disbursement নামীয় একটি কলাম সংযোজন করা হলে সকল ব্যাংকের জন্য উক্ত গ্রাহকের ইডিএফ ব্যবস্থাপনা আরো সঠিক ভাবে করা সম্ভব হতে পারে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংক e-refinance System এর রিপোর্ট অপশনে Exporter Outstanding Report এর আওতায় Total Outstanding EDF এর পাশাপাশি Sanctioned বা Awaiting for Disbursement নামীয় একটি কলাম সংযোজন করা যায় কি না তা বিবেচনার জন্য আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। আলোচ্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রস্তাবিত বিষয়টির সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এফআরটিএমডি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	এফআরটিএমডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।
০৮.	আইআরসি নম্বরের বিপরীতে সকল ব্যাংক শাখার মোট অসম্বিত এলসি/বিলস্ দায় বিবরণী অনলাইন ইম্পোর্ট মনিটরিং সিস্টেমে প্রদর্শন এবং আইআরসি নম্বরের বিপরীতে মোট রপ্তানির অপেক্ষায় থাকা মাস্টার এলসি/কন্ট্রাক্ট মূল্য অনলাইন এক্সপোর্ট মনিটরিং সিস্টেমে প্রদর্শন প্রসঙ্গে।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় যে, রপ্তানিকারক ভিত্তিক প্রতিটি রপ্তানি আদেশের বিপরীতে কি পরিমাণ রপ্তানি কার্যক্রম অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে এবং কি পরিমাণ ব্যাক টু ব্যাক এলসি অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে সে তথ্য অনলাইন মনিটরিং সিস্টেমে সন্নিবেশন করা হলে গ্রাহকের উৎপাদন সক্ষমতা পর্যালোচনা করে নতুন রপ্তানি আদেশ লিয়েন করা ব্যাংকের জন্য অধিকতর নিরাপদ হবে। আলোচ্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আইএসডিএসডি'র সাথে আলোচনা করে এফইওডি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।
০৯.	বাংলাদেশ ব্যাংক এডি ফোরামের বাৎসরিক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ	বাংলাদেশের ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাইল-ফলক অর্জনের পেছনে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি সহায়তা ও এডি শাখাগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের কার্যকর নতুন নতুন নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবি-এডি ফোরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের সমসাময়িক সমস্যাগুলো সমাধানের পাশাপাশি ন্যায্যপরায়নতা, গতিশীলতা ও আধুনিকতার দিকে দৃষ্টিপাত করে দেশের সকল এডিব্যাংকের অংশগ্রহণে একটি world class uniform standard foreign exchange business practices platform প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যে	এফইএম এন্ড এলআইএম শাখা, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
			সকল ব্যাংকের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, জনসাধারণের ফরেন এক্সচেঞ্জ সচেতনতা বৃদ্ধি, এই খাতে বাংলাদেশের অর্জন দেশীয় ও বৈশ্বিক মিডিয়ায় প্রচার, এ বিষয়ে আন্তঃসরকার যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন, ICC ও বিভিন্ন চেম্বারের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন, বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরাসহ সহ সর্বোপরি বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক “Foreign Exchange Day” ঘোষণা এবং উক্ত দিনে বিবি-এডি ফোরাম কর্তৃক একটি বাৎসরিক জাতীয় সম্মেলন করা যায় কিনা এবং একই সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যের উৎকর্ষ বিধান এবং নির্ভুলতা ও সঠিকতা যাচাই সংক্রান্ত অবশ্য পালনীয় মানদণ্ড নির্ধারণ করে “Foreign Exchange Business Rating” পদক প্রদান করা যায় কিনা তা বিবেচনার জন্য আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ প্রস্তাব করে। আলোচ্য প্রস্তাবের জন্য সকলের পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানানো হয়। বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা হবে মর্মে সভাপতি সভাকে অবহিত করেন।	
১০.	এলসিএএফ বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে।	এইচএসবিসি	আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২৪ অনুযায়ী আমদানির ক্ষেত্রে এলসিএএফ এর প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়েছে। আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী কেবলমাত্র ঋণপত্র অথবা চুক্তিপত্রের বিপরীতেই আমদানি কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে। আমদানি বাণিজ্য সহজতর করার লক্ষ্যে মূলতঃ এলসিএএফ এর প্রয়োজনীয়তা আমদানি নীতি আদেশ থেকে বাতিল করা হয়। কিন্তু অদ্যবধি বাংলাদেশ ব্যাংক হতে এলসিএএফ বাতিল বিষয়ক কোনো সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা না আসাতে ব্যাংকগুলো আমদানিকারকের কাছ থেকে আমদানি আবেদনের সাথে এলসিএএফ নিচ্ছে। কিন্তু অনেক দেশীয় এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত বিদেশী আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান এলসিএএফ চাওয়ার বৈধতা নিয়ে ব্যাংকগুলোকে প্রশ্ন করে আসছে। এতদপ্রেক্ষিতে আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২৪ অনুযায়ী এলসিএএফ বাতিলের বিষয় স্পষ্টীকরণের জন্য এইচএসবিসি’র পক্ষ থেকে সভাকে অনুরোধ করা হয়। এলসিএএফ প্রত্যাহার প্রসঙ্গে সহসাই ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে সভায় জানানো হয় (২০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে এফই সার্কুলার নম্বর ২৯ জারি করা হয়েছে)।	আমদানি নীতি শাখা, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।
১১.	টেকসই এবং গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালা অনুসরণ করে নগদ প্রণোদনার জন্য কাগজের ব্যবহার রোধ করা প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয় যে, বিভিন্ন মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে বিদেশে রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানিকারকদের (প্রত্যক্ষ এবং প্রচ্ছন্ন) নগদ প্রণোদনা প্রদান করা হয়। প্রাসঙ্গিক রপ্তানি নথি, রপ্তানি সংশ্লিষ্ট আমদানি নথি, রপ্তানির বিপরীতে পিআরসি এবং আরও কিছু নথি নগদ প্রণোদনার আবেদনের সাথে জমা দেওয়া হয়। সার্বিক কর্মকাণ্ডে অনেক কাগজপত্র ব্যবহার করতে হয় যা গ্রীন ব্যাংকিং নীতির পরিপন্থী। এক্ষেত্রে ওয়েজ আর্নাস রেমিট্যান্সের মতো যখন রপ্তানিকারকদের হিসাবে রপ্তানি আয় জমা হয়, তখন রপ্তানিকারকদের নগদ প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। যেহেতু মেয়াদোত্তীর্ণ রপ্তানি সংশ্লিষ্ট তথ্য ইএমএস এ ও রয়েছে, সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নিয়ম এবং প্রবিধান অনুসৃত হতে পারে। বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক প্রস্তাব করেন। আলোচ্য বিষয়ে এফইপিডি’র পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয় যে, নগদ সহায়তা পরিশোধের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে সার্কুলার জারি করা হয়। ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে অর্থের দাবি দাখিল প্রক্রিয়া ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে করার কাজ টেস্ট-রান	-

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
			পর্যায়ের রয়েছে। সহসাই আলোচ্য কার্যক্রমে কাণ্ডজি ব্যবস্থা প্রত্যাহার হয়ে যাবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	
১২.	Cloud Service ব্যবহার/সাব সক্রিপশন ফি রেমিট্যান্স প্রসঙ্গে।	রেমিটেন্স নীতি শাখা-২, এফইপিডি	Cloud Service ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক এডি ব্যাংক Customs Assessment সম্পন্নের পরও এফইপিডিতে রেমিট্যান্সের অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছে। অপরদিকে কিছু সংখ্যক এডি ব্যাংক আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫৬ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত হারে ট্যাক্স/ভ্যাট কর্তনপূর্বক চালানের কপিসমূহ এফইপিডিতে দাখিলপূর্বক রেমিট্যান্স অনুমোদনের আবেদন করেছে। ইতঃপূর্বে বিবি-এডি ফোরামের ৩০তম সভায় Cloud Service ব্যবহারের বিপরীতে সাবসক্রিপশন ফি রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে এডি ব্যাংকগুলোর জন্য অভিন্ন নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে আনুষ্ঠানিক কোন নির্দেশনা জারির পূর্বে এ বিষয়ে এডি ব্যাংকের বক্তব্য/মতামত আহ্বান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন ব্যাংক এ বিষয়ে মতামত প্রেরণ করেনি বিধায় পুনরায় এ বিষয়ে এডি ব্যাংকের বক্তব্য আহ্বান করার নিমিত্ত এফইপিডির রেমিট্যান্স নীতি-২ শাখার পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয়। কিন্তু সভায় উপস্থিতির পক্ষ থেকে কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এতদপ্রেক্ষিতে ই-ডেলিভারি পদ্ধতিতে সফটওয়্যার আমদানি ব্যবস্থা Cloud Service এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা যায় কিনা তা বিভাগীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রেমিটেন্স নীতি শাখা-২, এফইপিডি
১৩.	রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী কাঁচামাল আমদানি করার জন্য ঋণপত্র স্থাপনের বিষয়ে অনীহা প্রসঙ্গে।	রপ্তানি নীতি শাখা, এফইপিডি	রপ্তানিখাতে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ টেক্সটাইল শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্র খোলা হচ্ছে না মর্মে অভিযোগ উঠছে। রপ্তানি খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় সকল এডি ব্যাংককে টেক্সটাইল শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির জন্য EDF, UPAS ও Deferred ব্যবস্থায় ঋণপত্র স্থাপনের বিষয়ে আরও অধিকতর সচেতন থাকার জন্য নির্দেশনা দিয়ে গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে এফইপিডি(আমদানি নীতি)/১১৭/২০২২-৫১০১ নম্বর পত্র ইস্যু করা হয়েছে, যা পরিপালন করার জন্য সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোর মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়।	সকল ব্যাংক
১৪.	শিপমেন্ট ট্রাকিং কার্যক্রম পরিচালনা প্রসঙ্গে।	রপ্তানি নীতি শাখা, এফইপিডি	এফইপিডি'র রপ্তানি নীতি শাখার পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয় যে, এফই সার্কুলার নং ০৭/২০২২ এর মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যে শিপমেন্ট ট্রাকিং কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোর সুপারিশ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামতের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের ইস্যুকৃত পরিবহন দলিলের মাধ্যমে রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তার আবেদন প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে এফই সার্কুলার নং ১২/২০২০ ও ১৪/২০২১ এর নির্দেশনা আবশ্যিকভাবে পরিপালনীয় হবে। অপরদিকে ব্যাংকের নিজস্ব বিবেচনায় রপ্তানি মূল্য প্রত্যাভাসন বিষয়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি পরিলক্ষিত হলে এবং পরবর্তীতে মূল্য আদায়ের ক্ষেত্রে পরিবহন সম্পাদন সম্পর্কিত তথ্য আবশ্যিকতার প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট রপ্তানি পণ্যের শিপমেন্ট ট্রাকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	সকল ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
১৫	মানিচেন্দ্রারদের বৈদেশিক মুদ্রা উত্তোলনের সুযোগ প্রদান প্রসঙ্গে।	বিবিধ	মানিচেন্দ্রারদের এডি ব্যাংকের সাথে রক্ষিত তাদের এফসি হিসাব হতে এফসি উত্তোলন করতে দেয়া হয় না মর্মে অভিযোগ রয়েছে। এমতাবস্থায়, সভাপতি মহোদয় মানিচেন্দ্রারদের নামে পরিচালিত এফসি হিসাব হতে বৈদেশিক মুদ্রা উত্তোলনের ক্ষেত্রে এডি ব্যাংকগুলোকে বিধি মোতাবেক পূর্ণ সহযোগিতার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক

পরিশেষে সভায় যোগদানপূর্বক মূল্যবান অবদান রাখার জন্য উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(মোঃ হুমায়ুন কবির)

আহবায়ক, বিবি-এডি ফোরাম

ও

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক।